মা লক্ষ্মীর ব্রতঃ

লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানঃ
পাশাক্ষমালিকান্তোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।।

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদং দক্ষিণেনতু।। পূজামন্ত্র-শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ
নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ।

প্রণাম মন্ত্রঃ
বিশ্বরূপস্য ভার্ষাসি পদ্মে পদ্মলয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।

স্তবঃ
ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মপদ্মলয়া সম্পদ্ সৃষ্টি শ্রীঃ পদ্মধারিণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেস্তস্য পুত্রদারদিভিঃ সহ।।

মায়ের পাঁচালীঃ

দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস ।।
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।
করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন ||
সেইকালে বীণা হস্তে নারদ মুনিবর।
লক্ষ্মী নারায়ণে নমি কহিল বিস্তর।
ঋষি বলে মাগো তব কেমন বিচার।
সর্বদা চঞ্চলা হয়ে ফির দ্বারে দ্বার ।
মর্ত্যবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি।
ক্ষণেকের তরে তব নাহি কোথা স্থিতি।
প্রতিদিন অন্নভাবে সবে দুঃখ পায়।
প্রতি গৃহে অনশন জীর্ণ-শীর্ণকায় ॥
নারদের বাক্য শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।।
সঘনে নিঃশ্বাস ত্যজি কহে মৃদুবাণী ।।
বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগণে।
বাড়িবে ঐশ্বর্য্য তাহে তোমার কৃপায়।

Published on: Jan, 14 2023 12:14

দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায় ॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
মর্তে চলিলেন লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে।
অবন্তী নগ,রে লক্ষ্মী হ'ল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।
নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়।
অগাধ ঐশ্বর্য্য তার কুবেরের প্রায়।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষে ।
প্রজাগণে পালিত সে পুত্র নির্বিশেষে ॥
যথাকালে সসম্মানে গেলে লোকান্তর ।।
কভুনা কাহার প্রতি আমি করি রোষে।
পিতার মৃত্যুর পর সপ্ত সহোদর।
হইল পৃথক অন্ন সপ্ত সহোদর ||
নরনারী দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষে ॥
যাও তুমি ঋষির ত্রিলোকে ভ্রমণে।
ইহার বিধান আমি করিব যতনে ॥
অতঃপর চিন্তি লক্ষ্মী নারায়ণে কয়।।
কিরূপে হরিবে দুঃখ কহ দয়াময় ।
হরি কহে শুন সতী বচন আমার।
মর্ত্যধামে লক্ষ্মী ব্রত করহ প্রচার ।।।

বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগণে।
সন্ধ্যাবেলা পূজার কথা শুনি ভক্তিমনে।
বাড়িবে ঐশ্বর্য তাহে তোমার কৃপায়।।
দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায় ||
শ্রীহরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
মর্তে চলিলেন লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে ॥
অবন্তী নগরে লক্ষ্মী হ'ল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।
নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়।
অগাধ ঐশ্বর্য তার কুবেরের প্রায়।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষে।
প্রজাগণে পালিত সে পুত্র নির্বিশেষে ।
এক অন্নে সাত পুত্র রাখি ধনেশ্বর।
যথাকালে সসম্মানে গেলে লোকান্তর ||
পিতার মৃত্যুর পর সপ্ত সহোদর।
হইল পৃথক অন্ন সপ্ত সহোদর ।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সবারে।
সোনার সংসার সব গেল ছারখারে।
বৃদ্ধা ধনেশ্বর পত্নী না পারি তিষ্ঠিতে।
গহন কাননে যায় জীবন ত্যজিতে।
হেনকালে ছদ্মবেশে দেবী নারায়ণী।
বন মাঝে উপনীত হলেন আপনি।

মধুর বচনে দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে।
কি জন্য এসেছ তুমি গহন কান্তারে ।
কাঁদিতে কাদিতে বৃদ্ধা অতি দুঃখভরে।
তাহার ভাগ্যের কথা বলিল লক্ষ্মীরে।
সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা।
ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল।
ত্যজিব জীবন আমি করেছি বাসনা ।
লক্ষ্মীদেবী বলে শুন আমার বচন।
মহাপাপ আত্মহত্যা নরকে গমন।
আমি বলি সাধবী তুমি কর লক্ষ্মীব্রত।
দুঃখ রবি অস্ত যাবে হবে পূবমত।
মনেতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন।
একমনে ব্রতকথা করিবে শ্রবণ ।
ঘরে গিয়ে এয়ো লয়ে কর লক্ষ্মীব্রত।
যেই গৃহে লক্ষ্মীব্রত গুরুবারে হয়।
বাঁধা থাকে লক্ষ্মী তথা জানিও নিশ্চয় ।
বলিতে বলিতে দেবী নিজ মূর্তি ধরি।
দরশন দিল তারে লক্ষ্মী কৃপা করি।
মূর্তি হেরি বৃদ্ধা তারে প্রণাম করিল।
আনন্দিত হয়ে বৃদ্ধা গৃহেতে ফিরিল ।
গৃহেতে ফিরিয়া বৃদ্ধা করিল বর্ণন।
যেরূপে ঘটিল তার দেবী দরশন।
ব্রতের বিধান সব বধূদের বলে ।
শুনি বধুগণ ব্রত করে কৌতূহলে ॥
বধূগণ লয়ে বৃদ্ধা করে লক্ষ্মীব্রত।
হিংসা দ্বেষ-স্বার্থ ভাব হৈল তিরোহিত।

মালক্ষ্মী করিল তথা পুনরাগমন।
অচিরে হইল গৃহ শান্তি নিকেতন।
দৈবযোগে একদিন বৃদ্ধার আলয়ে।
উপনীত এক নারী ব্রতের সময়ে ||
ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল ।
লক্ষ্মীব্রত করিবারে মানস করিল ।
স্বামী তার চিররুগ্ন অক্ষম অর্জনে।
ভিক্ষা করি যাহা পায় খায় দুইজনে।
এই কথা চিন্তি নারী করিছে কামনা।
নিরোগ স্বামীরে কর চরণে বাসনা ॥
ঘরে গিয়ে এয়ো লয়ে করো লক্ষ্মীব্রত ।
ভকতিসহ সাধবী নারী পুজে বিধিমত ।।
দেবীর কৃপায় তার দুঃখ হলো দূর।
পতি হলো সুস্থ দেহে ঐশ্বর্য্য প্রচুর ॥
কালক্রমে শুভদিনে জন্মিল তনয়।
সংসার হইল তার সুখের আলয় ।

দয়াময়ী লক্ষ্মীমাতা সদয় হইল।
রূপবান পুত্র এক তাহার জন্মিল ||
এইরূপে লক্ষ্মীব্রত করে ঘরে ঘরে।
প্রচারিত হলো ক্রমে অবন্তী নগরে।।
শুন শুন এয়োগণ এক অপূর্ব ব্যাপার
ব্রতের মাহাত্ম হ'ল যে ভাবে প্রচার ।

অবন্তী নগরে এক গৃহস্থ ভবনে।
এয়োগণ লক্ষ্মীব্রত করে একমনে ||
সহসা সেখানে এলো বণিক তনয়।
উপনীত হলো তথা ব্রতের সময় ।
ধনরত্ন আদি করি ভাই পঞ্চজন।
পরস্পর অনুগত রয় সর্বজন ।
ব্রত দেখি হলো করি সাধুর তনয়।
বলে একি ব্রত, ইথে কিবা ফলোদয় ॥
সদাগর বাক্য শুনি বলে বামাগণ।
করি লক্ষ্মীব্রত যাতে কামনা পূরণ ॥
পুনরায় কৃপা দৃষ্টি দিনে সদাগরে |
এই ব্রত যে করিবে ধনে জনে তার।
লক্ষ্মী বরে হবে তার সোনার সংসার
শুনি তাহা সদাগর বলে অহঙ্কারে
যে জন অভাবে থাকে সে পূজে উহারে ॥
সাধুর সংসার হলো পূর্বের মতন।
ধনৈশ্বর্য ভোগে আদি যা কিছু সম্ভবে।
সবই তো আমার আছে আর কিবা হবে।।
ভাগ্যে না থাকিলে লক্ষ্মী কিবা দিবে ধন।
হেন কথা কভু আমি না শুনি কখন।
অহঙ্কার বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে।
গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে ||
অহঙ্কার বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে
গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে ॥
ধনমদে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হলো।
নানা রত্ন পূর্ণ তরী বাণিজ্যেতে গেলো।।
দৈবযোগে লক্ষ্মী কোপে সহ ধনজন।
সপ্ততরী জলমধ্যে হইল নিমগন ।

গৃহমধ্যে ধনৈশ্বর্য যা ছিল তাহার।
বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়ে হলো ছারখার।
দূরে গেলে ভ্রাতৃভাব হলো ভিন্ন অন্ন।
সোনার সংসারে তার সকলে বিপন্ন।
ভিক্ষাজীবী হায়ে সবে ফিরে ঘরে ঘরে।
পেটের জ্বালায় ঘোরে দেশে দেশান্তরে।
এরূপ হইল কেন বুঝিতে পারিল।।
কেঁদে কেঁদে লক্ষ্মীস্তব করিতে লাগিল।।

সদয়া হইল লক্ষ্মী তাহার উপরে।
পুনরায় কৃপা দৃষ্টি দেন সদাগরে ।
মনে মনে মা লক্ষ্মীরে করিয়া প্রণাম
ব্রতের সংকল্প করি আসে নিজ ধাম॥
লক্ষ্মীব্রত করে সাধু লয়ে বধুগণ।।
সাধুর সংসার হলো পূর্বের মতন |
এইভাবে লক্ষ্মীব্রত মর্ত্যেতে প্রচার।
সদা মনে রেখো সবে লক্ষ্মীব্রত সার।
এই ব্রত যেই নারী করে একমনে।।
লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে জনে ।
যোড় করি হাত ভক্তি যুক্ত মনে।
করহ প্রণাম এবে যে থাক যেখানে।
ব্রতকথা যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে ।
লক্ষ্মীর কৃপায় তার মনোবাঞ্ছা পুরে ॥
লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড় মধুময়।
প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয় ।
লক্ষ্মী ব্রতকথা হেথা হৈল সমাপন।
মনের আনন্দে বল লক্ষ্মীনারায়ণ।

OR

মা লক্ষ্মীর পাঁচালী..

দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ।ধীরে ধীরে বইতেছে মলয় বাতাস ।।বৈকুন্ঠেতে একাসনে লক্ষ্মী নারায়ন ।করিতেছে কত কথাসুখে আলাপন।।সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব কত কথাহয় ।শুনিয়া পুলকিতহয় দেবীর হৃদয়।।অকস্মাৎ দেবর্ষি নারায়ন স্বরে ।আসিলেন ভক্তিচিত্তে বৈকুন্ঠ নগরে ।।প্রনাম করি দেবর্ষি বলেন বচন ।মর্ত্যে দুর্ভিক্ষ মাগো কি ভীষন ।। ঋষি বলে মাতুমি চঞ্চলা মন । সর্বদা ঘোরোভবনহতে ভবন ।। তাইমর্ত্যবাসী কষ্টকত পায় । দেখি তাহা কেমনে মমপ্রানে সয় ।। অন্নাভাবে লোকে কতকষ্ট ভোগে । মরিতেছে অনাহারক্লেশকায়রোগে ।। ধর্মাধর্ম লোকে সবে ত্যাগ করিদিয়ে । স্ত্রী কন্যাবিক্রিকরে ক্ষুধার জ্বালায় ।।দুর্ভিক্ষে হইল শেষে মরে জীবগন।দয়াকরে মাগো তুমি করো নিবারন ।।এই দুর্দশা দেখি প্রানে নাহি সয় ।করো নিবারন মাগো হইয়াসদয় ।।নারদের বাক্য শুনি কহেন হরিপ্রিয়া।বিশ্বমাতাআমিদেবী বিষ্ণুজায়া ।। যেযেমন করে সে তেমন পায় । সে দোষেকর্মফল, করে হায়হায়।। মহামায়ারস্বরূপে নারী সত্যবচন । মর্ত্যবাসীনা মানে এই কথন।। সদাচার কুলশীলদিয়া বিসর্জন । ঘরে লক্ষ্মীকেকরে সদা বর্জন ।। এমনমনুষ্যজাতিমহাপাপ করে । কর্ম দোষেলক্ষ্মী ত্যাজে তাহারে ।। নারীর পরমগতিস্বামী ভিন্ন কেবা । ভুলেও নাকরে নারী পতিপদসেবা ।।যথায়স্বেচ্ছায়ঘুরিয়া বেড়ায় ।গুরুজনে নানা কটুবাক্য শোনায় ।।সর্বদা হিংসা করে নামানে আচার ।হিংসাতেতারমজে সংসার ।। ছাড়ানাহিদিয়ে, প্রভাতকালে । লক্ষ্মী সে স্থানছাড়িয়া চলে ।। অতিথি যদিউপস্থিতহয় দ্বারে । দূর দূর করি তারায়তাহাড়ে ।। যেবা গুরু, ব্রাহ্মণ দেখেভক্তিনাহিকরে।মম নিবাস কভু নহে সেই ঘরে ।।এঁয়োতির চিহ্ন সিঁদুর শাখা নাদিয়ে ।বাসী কাপড়ে যথাতথাবেড়ায় ।। স্নাননিত্য নাহিকরে যে মনুষ্য গণ ।ত্যাজিয়া তাহারে, করি অন্যত্র গমন।।তিথি ভেদে যেবা নিষিদ্ধদ্রব্য খায়।হই না কভুতারওপর সহায়।।যে মনুষ্য ভক্তিভাবে একাদশী না করে ।কদাপি নাহিথাকি তাহার ঘরে ।।উচ্চহাসিহাসিয়াযে নারী ঘোরে ।গুরুজন দেখি ঘোমটা না টানে ।।বয়োজ্যেষ্ঠ দেখি যারা প্রনামনাকরে ।সন্ধ্যাকালে ধূপ দীপনাহি দেয় ঘরে ।।ঠাকুর দেবতা আদিকভু নাপূজে । সাধুসন্ন্যাসী

দেখি হাসাহাসি করে ।।এমন নারী যে গৃহেতে বসতি রয় ।লক্ষ্মী ত্যাজে তাহাকে জানিবে নিশ্চয় ।।এত বলি লক্ষ্মী দেবী বলেন মুনিকে ।কর্মদোষে মনুষ্য নিজফল ভোগে ।। ঋষি বলে মাগো তুমি জগতজননী । সন্তানকে করো ক্ষমা হে সনাতনী ।। দূর করি দাও মা ভীষন মহামার । বর দিয়ে জীবেরে করহ নিস্তার ।। এই বলি বিদায় হইলেন মহামুনি । চিন্তিত হইয়া কহেন নারায়নী ।। কহ কহ কৃপাময় প্রভু নারায়ন । কিরূপে নিস্কৃতি পাইবে জীবগণ।। লক্ষ্মী দেবীর কথা শুনি কহেন জনার্দন ।শুন দেবী মন দিয়া আমার বচন ।। তুমি যে পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী ।তোমার কৃপায় দূর হইবে অনাসৃষ্টি ।।যে জন গুরুবারে লক্ষ্মী ব্রত করে ।সুখে জীবন কাটাইবে তোমার বরে ।।লক্ষ্মী কভু নাহি ছাড়িবে তাহারে ।জীবনান্তে আসিবে সে বৈকুন্ঠ নগরে ।।মর্ত্যে গিয়া কর এই ব্রত প্রচার ।তোমার কৃপায় দূর হইবে অনাচার ।।গমন করেন দেবী শুনি হরির কথা ।পেঁচকে মর্ত্যে আইলেন জগতমাতা ।।অবন্তী নামক নগরী পাশে এক বন ।তথা আসি মা কমলা উপস্থিত হন ।।হেথায় ছিল ব্যবসায়ী ধনেশ্বর রায়।অগাধ ধন, চৌদ্দকূল বসি খায় ।। পত্নী সুমতি ছিল সাত কুমার। সংসার ছিল তার লক্ষ্মীর ভান্ডার।। যথাকালে ধনেশ্বর করিল গমন । বিধবা হইলো পত্নী- ভাগ্যের লিখন ।। সর্বদা কলহ করে সপ্ত বধূ গণ । মারমার কাটকাট হইত সর্বক্ষণ ।। সংসার রচিল যে যার মতো যার। সুখের পরিবার হইল ছারখার ।। এই দুঃখে ধনেশ্বর পত্নী ভীষন শোকে । বনে গমন করিল জীবন ত্যাজিতে ।। সেই বনে বৃদ্ধা বসি করে হায় হায়। এই বুঝি লেখা ছিল বিধাতার খাতায় ।। এই দেখি হরিপ্রিয়া বৃদ্ধারূপ ধরে । ছদ্দবেশে দেখা দিলেন ধনেশ্বর ভার্যারে ।।দেবী কহেন কে তুমি দেহ পরিচয়।কোথা হতে আসিলে বলো হে আমায়।। স্থান বড় ভয়ানক নির্জন বন । হেথা হোথা নানা জন্তু করে বিচরণ । বুড়ি বলে মা গো পোড়া কপাল আমার। ভয় আমি করি না আর মরিবার ।। এত বলি বৃদ্ধা সব কথা কন । শুনিয়া দুঃখিত হইলো কমলার মন ।। বৃদ্ধা প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া কহেন বচন । আত্মহত্যা মহাপাপ শাস্ত্রের লিখন।। যাও তুমি গৃহে ফিরি করো লক্ষ্মী ব্রত । অবশ্যই আসিবে সুখ পূর্বের মতো ।। গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি এঁয়োগন । ব্রতের সকল কিছু করিবে আয়োজন ।। আসন পাতি তাহে লক্ষ্মী মূর্তি বসাইবে ।আম্র পল্লব, গোটা ফলে ঘট সাজিবে ।।বিবিধ পুস্প, বিল্বপত্র নৈবেদ্য সকল ।দিবে কলা,শর্করা আতপ তণ্ডুল ।।একটি করে মুদ্রা রাখিবে লক্ষ্মী ঘটে।একমুষ্টি তণ্ডুল জমাইবে লক্ষ্মী ভাঁড়ে।।আম্র পল্লবে করিবে সিঁদুর তৈলে গোলা।চাল বাটি লক্ষ্মী সম্মুখে দিবে আলপনা ।।ধূপ দীপ জালি সম্মুখে রাখিবে । আসন পাতি লক্ষ্মী পূজায় বসিবে ।। একমনে পূজা দিবে লক্ষ্মী নারায়ন । পূজাশেষে ব্রত কথা করিবে পাঠন।। না করিয়ো পূজায় ঘণ্টা বাদন । পূজান্তে উলু দিবে মিলি এঁয়োগন ।। এই ভাবে যেই জন লক্ষ্মী ব্রত করে । কোন দুঃখ তার আর নাহি রহিবে ।। শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল আনন্দিত মনে । কে মা তুমি কহো পরিচয় দানে ।। এই শুনি লক্ষ্মী দেবী স্ব মূর্তি ধরে । ভক্তি চিত্তে বৃদ্ধা কাঁদে ভূমি ওপর পড়ে ।।লক্ষ্মী বলে যাহ তুমি নিজের ভবন ।গুরুবারে আমাকে পূজিবে নিয়ম মতোন ।।এত বলি বিদায় লইল সাগর নন্দিনী(মা লক্ষ্মী সাগররাজার কন্যা) ।ঘরে ফিরি আসিল ধনেশ্বর পত্নী ।। বধূগনে কহিল লক্ষ্মীর ব্রতের কথন ।গুরুবারে লক্ষ্মী ভজে সপ্ত বধূ গণ ।।ধীরে ধীরে হইল সুখের ভবন । যেমন আছিল ঘর পূর্বের মতোন ।। সপ্ত ভাই মিলে মিশে কলহ বিসর্জন । সংসার হইলো যেন স্বর্গের দেবভবন ।। এই দেখি এক রমণী পূজা মানত করে ।স্বামী চিররোগী, উপার্জন হীন সংসারে।।ভক্তি ভরে সেই নারী লক্ষ্মী দেবী ভজে । হরিপ্রিয়ার কৃপায় তাহার দুঃখ সকল ঘোচে ।।রোগ ছাড়ি তার স্বামী সুস্থ হইল। এইভাবে সকল দুঃখ তার ঘুচিল।। আনন্দে দিনে জন্মিল তাঁহাদের সুন্দর নন্দন ।লক্ষ্মীর কৃপায় তার বাড়িল ধন জন ।। এইভাবে লক্ষ্মী ব্রত ছড়ায় দেশে দেশান্তরে ।সকলে শুনি লক্ষ্মী দেবীর পূজা করে ।।লক্ষ্মী কৃপায় সকলের দুঃখ চলি যায় ।কমলার কৃপা সকলের ওপর বর্ষায় ।।একদিন লক্ষ্মী পূজা করে বামাগন ।আসিল এক বনিক তাঁহাদের সদন ।। বনিক কহে কোন দেবী কি পরিচয় । করিলে পূজা দেবীর, কি ফল হয় ।। বামারা বলে ইনি লক্ষ্মী দেবী জগত জননী।লক্ষ্মী কৃপায় সুখে রহে ব্রতিনী ।।গুরুবারে যে জন লক্ষ্মী পূজা করে ।অবশ্যই থাকিবে সুখে কমলার বরে ।। এইবাক্য শুনে হাসে বনিক

মহাশয়।মাননিা এই সত্য তব কথায় ।। কপালযেদনিাথাকে ধনরে লখিন। করিূপদেবিে লক্ষ্মী বর- ধন- জন ।।শুধুশুধুলক্ষ্মীপূজা করি কি হয়।বৃথাকাটাইতছেো কমলাপূজায়।। গর্বভেরাবাক্য লক্ষ্মী সইতে নারে । ধীরধেীরে মাকমলাছাড়লি তাহারে।। ঝড়উঠতিারনৌকা জলে ডোবে । ধন জনআদগিলো নানা রোগে ভোগে ।। মড়করোগে তারগৃহ হইল ছারখার । ভখিারীহইয়া বনকিঘোরে দ্বারে দ্বার ।।এককালে সে থাকতি রাজার হালে । আজসে ভখিারী, পথে কষ্টে চলে ।। এইভাবে বহু দশে ঘোরে সদাগর । একদনিআইলো সে অবন্তী নগর ।। সইে স্থানবে্রত করে যতকে বামাগনে ।বসি তারা মন দযে় লক্ষ্মীর ভজনে ।।এই দখেি পূর্ব কথাহইলো স্মরণ । এইস্থানে দবেীরে করছিে অবমানন ।।সইে পাপে সব ধ্বংসহইলো তার।ভূমতিে লোটাইয়ে সদাগর কান্দবোরবার ।।এই স্থানে করছেি মাগো বহু অহঙ্কার ।সইে পাপে সব কছিু হইলো ছারখার ।।ধন গর্বে মত্ত হয়ে করনিু অবহলো ।সইে অপরাধে মাতুমমিোরে ত্যাজলিা।।ক্ষুধার জ্বালায় মাগো ঘুরদিশেদশোন্তরে ।ধন- জন- আত্মীয় গলো আমাকে ছড়েে ।।তুমি মাতা দয়াময়ী বষ্ণিু বক্ষবলিাসনিী ।তুমি মাতা ভগবতী জগতপালনিী ।। তুমযিারে রক্ষা করো কসিরে তারভয় । তুমযিারে ত্যাজযিাও,সে সব হারায় ।।তুমি যারে কৃপাকর, সইে ধন্য হয় ।তোমার আশসিে মাগো সর্ব সদি্ধহিয় ।।এই ভাবে সদাগর লক্ষ্মী স্তব করে ।কমলারকৃপাদৃষ্টবিনকিরে উপর পড়ে ।।লক্ষ্মীর কৃপায়বনকি সব ফরিি পায়।গৃহে ফরিি মন দযে় লক্ষ্মীর পূজায় ।।লক্ষ্মীর কৃপায়তাহার ধন জন বাড়ে ।এই ভাবে ব্রত প্রচার হয় দশেদশোন্তরে ।এই ভাবে সকলে লক্ষ্মী পূজাকরে । ধনজেনে বাড়লি কমলারবরে ।। খাদ্য ধনজন বাড়লি লক্ষ্মীর কৃপায়। হরহিরবিলতুলযি়া হস্ত দ্বয় ।। যইে জন ভক্তভিরলিক্ষ্মী পূজবিে । অবশ্যই তাহারদুঃখ সকল ঘুচবিে ।। যে পড়ে ব্রতকথা,আর যবো করে শ্রবন ।অবশ্যই পাইবে সে মালক্ষ্মীর চরণ ।।ব্রত কথা শুনবিে অবশ্যই ভক্তি মনে ।লক্ষ্মীর কৃপায়বাড়বিে ধনে জনে ।। জয়জয় ব্রহ্মময়ী, মানারায়নী । তোমারকৃপায় শষে করনিু গ্রন্থ খানি ।